চাকরির দুই বছরের আগে বদলি নয়

মাদ্রাসা শিক্ষক

নিজস্ব প্রতিবেদক
২৪ ডিসেম্বর ২০২৪, ১২:০০ এএম

বেসরকারি মাদ্রাসায় কর্মরত এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের শূন্যপদের বিপরীতে বদলির নীতিমালা প্রকাশ করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষের (এনটিআরসিএ) সুপারিশে নিয়োগ পাওয়া এই শিক্ষকদের বদলির জন্য চাকরির মেয়াদ দুই বছর পূর্ণ হওয়ার বিধান রাখা হয়েছে।

গতকাল সোমবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ থেকে এ প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। এতে বদলির শর্ত, সময় ও নিয়মাবলি এবং বদলি নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

নীতিমালায় গুরুত্বপূর্ণ শর্তগুলো হলো একজন শিক্ষকের চাকরির সময়কাল দুই বছর না হলে তিনি বদলির আবেদন করতে পারবেন না। কর্মজীবনে দুবারের বেশিও বদলি নিতে পারবেন না। তা ছাড়া প্রথমবার বদলির পর কমপক্ষে দুই বছর অপেক্ষা করতে হবে। সফটওয়্যারের মাধ্যমে বদলির সম্পূর্ণ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে, যাতে কোনো তদবির বাণিজ্য না হয়।

নীতিমালার তথ্যানুযায়ী, বছরের ১৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে এনটিআরসিএ প্রতিষ্ঠানভিত্তিক শূন্যপদের চাহিদা বা বিবরণ অনলাইনে প্রকাশ করবে। প্রকাশিত শূন্যপদের বিপরীতে মাদ্রাসা অধিদপ্তর বদলির আবেদন আহ্বান করবে। সমপদে পদ শূন্য থাকাসাপেক্ষে বদলির জন্য ১-৩০ অক্টোবরের মধ্যে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন আগ্রহী শিক্ষকরা। ৩০ নভেম্বরের মধ্যে বদলির আদেশ জারি হবে। ৩০ ডিসেম্বরের মধ্যে নতুন কর্মস্থলে যোগদান সম্পন্ন হবে।

চাকরিজীবনে একজন শিক্ষক সর্বোচ্চ দুবার বদলির সুযোগ পাবেন; কিন্তু একজন শিক্ষিকা এ সুযোগ পাবেন তিনবার।

বদলির ক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠতা ঠিক করা হবে কীভাবে, তা নীতিমালায় বলা হয়েছে। নীতিমালা অনুযায়ী, চাকরিতে প্রথম যোগদানের তারিখ থেকে সিনিয়রিটি (জ্যেষ্ঠতা) গণনা করা হবে। আবার একটি শূন্যপদের জন্য একাধিক আবেদন পাওয়া গেলে জ্যেষ্ঠতা, নারী ও দূরত্ব বিবেচনায় বদলি অনুমোদন করা হবে। অর্থাৎ, প্রথমে জ্যেষ্ঠতা দেখা যাবে, এর পর নারীদের অগ্রাধিকার। তার পর দূরত্বের (শিক্ষকের বাড়ি থেকে কর্মস্থল) বিষয়টি দেখা হবে।

অসম্পূর্ণ বা ভুল তথ্যসংবলিত আবেদন বিবেচনাযোগ্য হবে না। ইচ্ছাকৃত ভুল প্রমাণিত হলে শাস্তি আরোপ করা হবে। বদলির কার্যক্রম সম্পন্ন হওয়ার পর এনটিআরসিএ অবশিষ্ট শূন্যপদে নিয়োগের সুপারিশ চূড়ান্ত করবে।

নীতিমালায় বলা হয়েছে, বদলির সমগ্র প্রক্রিয়া সফটওয়্যারের মাধ্যমে সম্পন্ন হবে। মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর এ বিষয়ে সফটওয়্যার তৈরি ও অনলাইন আবেদনের ফরমেট নির্ধারণ করবে। বদলিকৃত শিক্ষকের ইনডেক্স পূর্বের প্রতিষ্ঠান থেকে বদলিকৃত প্রতিষ্ঠানে অনলাইনে ট্রান্সফার হবে। বদলিকৃত শিক্ষকের এমপিও ও অন্যান্য আর্থিক সুবিধাদি এবং জ্যেষ্ঠতার ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে।

বদলির আবেদনকে অধিকার হিসেবে শিক্ষকরা দাবি করতে পারবেন না বলে নীতিমালায় স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। তা ছাড়া বদলি হওয়ার পর কোনো শিক্ষক আর কোনো ধরনের টিএ/ডিএ ভাতা পাবেন না। বদলির আদেশ জারির ১০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধানকে বদলিকৃত শিক্ষকের অবমুক্তি নিশ্চিত করতে হবে। অবমুক্ত হওয়ার পরবর্তী ১০ দিনের মধ্যে নতুন কর্মস্থলে যোগদান করতে হবে।

সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধান যোগদানের তথ্য চেয়ারম্যান, এনটিআরসিএ ও মাদ্রাসা অধিদপ্তরের মহাপরিচালককে অনলাইনে অবহিত করবেন। অবমুক্তি হতে যোগদান পর্যন্ত দিবসগুলো কর্মকাল হিসেবে গণ্য হবে।